"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ১০০ পার্সেন্ট সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে, অন্তর্মনের আয়নায় দেখতে হবে যে আমি কতটা পবিত্র হতে পেরেছি"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা কোন্ উৎসব প্রতিদিন পালন করো আর মানুষ কোন উৎসব পালন করে?

*উত্তরঃ - তোমরা দৈবী ধর্মের স্থাপনা অর্থাৎ ভারতকে স্বর্গ করে তোলার উৎসব প্রতিদিন পালন করে থাকো। প্রতিদিন তোমাদের মানুষকে, মানব থেকে দেবতা বানানোর স্যাপলিং লাগাতে হবে। ঐ মানুষেরা তো জঙ্গলের কাঁটা তৈরির জন্য স্যাপলিং লাগিয়ে নাম দেয় বনোৎসব। তোমরা কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করার উৎসব প্রতিদিন পালন করো। তোমাদের মতো উৎসব আর কেউই পালন করতে পারে না।

*গীতঃ- চেহারা দেখেনে রে প্রাণী...

ওম্ শান্তি । এ কথা কে বলেছে? এখানে তো বাবা আর তাঁর বাচ্চাদের সম্মুখে মিলন হচ্ছে। বাচ্চারা এখন দিব্য চক্ষু, জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছে – দেখার জন্য পতিত অথবা পাপ আত্মারা তো সবাই ছিল। পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য বাবা শ্রীমত দেন। এই শ্রীমত কে দেন, ওদেরও বোঝা উচিত। তিনিই আত্মাদের বলেন। আত্মা জানে আমি এই শরীর দ্বারা ভালো কর্ম করেছি না কি মন্দ কর্ম করেছি। বাবা তোমরা বাচ্চাদের বুঝিয়ে দেন। এটা তো ঠিকই সবাই পতিত ছিল। এখন তোমরা দেখো কতদূর পবিত্র হতে পেরেছি আর দৈবী গুণ ধারণ করেছি? দৈবী গুণ ধারণ করান সর্বগুণের সাগর বাবা, তিনিই বসে বোঝান। মানুষ তো গায় আমি নির্গুণ আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। মানুষ স্বয়ং বলে থাকে আমাদের মধ্যে গুণ নেই। এখন বাচ্চারা তোমাদের একশ' শতাংশ সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। বলাও হয় নিজের হৃদয় দর্পণে দেখো। যখন সর্বগুণ সম্পন্ন হবে তখনই তোমরা শ্রী লক্ষ্মী বা শ্রী নারায়ণকে বরণ করতে পারবে। সবার প্রথমে তো বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। এমন যিনি অসীম জগতের পিতা যাঁর জন্য গেয়ে থাকে তুমি মাতা-পিতা...সেই পরমপিতার মহিমা অনেক। বলা হয় শিবায়ঃ নমঃ, তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। নিশ্চয়ই আমাদের বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার আছে। অসীম জগতের পিতার বর্সা স্বর্গের বাদশাহী যা তিনি আমাদের দেন। ভারতে স্বর্গের বাদশাহী ছিল, এখন আর নেই। নিশ্চয়ই বাবার কাছেই পেয়েছিল। ভারতই সত্যখন্ডে পরিণত হয়, সত্য শিববাবার জন্ম স্থান – এটা কেউ-ই জানে না। শিবরাত্রি গায়ন আছে কিন্তু সেটা কি ? শ্রীকৃষ্ণের রাত্রি, শিবেরও রাত্রি দেখানো হয় । শ্রীকৃষ্ণের তো মায়ের গর্ভে জন্ম হয়েছে। শিববাবার জন্য জন্মাষ্টমী তো বাস্তবে বলা যায় না। শিববাবা তখনই আসেন যখন ব্রহ্মার রাত হয়ে থাকে। রাতের পরেই দিন অর্থাৎ কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগের প্রারম্ভিক সময় শুরু হয়। একে বলে ঘোর অন্ধকার রাত। এটা অসীমিত রাতের কথা । সীমিত রাত তো হয়-ই কিন্তু কলিযুগের শেষ সময়কে গভীর অন্ধকার বলা হয়। সদ্গুরু এসে জ্ঞান অঞ্জন দিয়েছেন....। সদ্গুরু জ্ঞান সূর্য বাবাকে বলা হয়। সবার প্রথমে বাবা এবং উত্তরাধিকারের পরিচয় দিতে হবে। মনে করো কেউ বাদশাহর সন্তান নয়, কোনো গরিবের সন্তানকে যখন অ্যাডপ্ট করা হয় তখন সেই সন্তান তো জানে যে আমি গরিব ছিলাম, এখন আমি বাদশাহর সন্তান হয়েছি। তোমরাও জানো আমরা রাবণের হয়ে যাওয়ার পর খুব গরিব, কাঙাল হয়ে গেছিলাম। এখন আমরা অসীম জগতের বাবার সন্তান হয়েছি। ওঁনার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পাই। খুব ভালোভাবে এই পরিচয় দিতে হবে তারপর লিখতে হবে যে আমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীমিত উত্তরাধিকার পাই। এই জ্ঞান আর কেউ দিতে পারে না। সন্ন্যাসীরা তো ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়। এরপর তাদের মা, বাবা,চাচা,মামা ইত্যাদি বলা বন্ধ হয়ে গেল। এখানে তো গৃহস্থ ধর্মের কথা বলা হয়। ওরা গৃহস্থ ধর্মকে ত্যাগ করে চলে যায়।

বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে বোঝান যে – তোমরা তো দেবী-দেবতা গৃহস্থ ধর্মে ছিলে, সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী এবং স্বর্গের মালিক ছিলে। তারপর তোমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে নিজের পূজা করো। যখন তোমরা পূজ্য অর্থাৎ দেবী-দেবতা হও তখন ওখানে তোমাদের পূজা করার দরকার নেই। এমনিতেই ভারত দেবী-দেবতাদের পূজ্য কুল ছিল। এখন পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছো। এরপর আবারও বাচ্চারা তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য দেবী-দেবতা হতে হবে, সেইজন্যই গায়ন আছে যে নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী। বাবা পূজ্য এবং পূজারী হন না। বাবা তো চির পূজ্য। ভক্তি মার্গে ব্রাহ্মণ মন্দিরে শিবলিঙ্গ রাখে এবং বাবার পূজা করে। আমরা হলাম ওঁনার সন্তান। হে পরমপিতা পরমাত্মা, এমন বলি না! উনি তো হলেন নিরাকার, আত্মাও নিরাকার। শিবের কাছে গিয়ে বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার শিব। আত্মা

অরগ্যান্স দ্বারা এই কথা বলে। এখন তোমরা বাচ্চারা এটাও জেনেছ যে যারা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করে চলে যায় তাঁদের মহিমা করা হয়। এখন তোমরা মাতা-পিতা ঐ নিরাকারকেই বলে থাকো। তোমার সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞানের শিক্ষা দ্বারা আমরা অনেক সুখ পাব। তার জন্যই তোমরা পুরুষার্থ করছ। কত সহজ কথা। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান বি.কে প্র্যাকটিক্যালি আছো, সামনে বসে আছো। শিববাবা এবং ব্রহ্মা বাবা দুইজনের সম্মুখে বসে আছ। শিববাবার নিজের শরীর তো নেই। তোমরা জানো শিববাবা এনার মুখ দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, সে কিভাবে বলবে যে দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাও, নিজেকে আত্মা মনে করো। এটা তো শ্রীকৃষ্ণ বলতে পারে না। এ কথা বাবাই বলতে পারেন। সুতরাং এটা কত বড় ভুল হয়েছে না ! লক্ষ্মী-নারায়ণ থেকে শুরু করে যথা রাজা-রাণী তথা প্রজা প্রত্যেকেই সুখ পেয়েছে। ওরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রধান লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো না! যেমন রাজা-রাণী তেমন প্রজা। এখন তোমরা আবারও শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ। এটা তোমাদের লীপ (অধি জন্ম) জন্ম। এই লিপ জন্মকে ধার্মিক জন্ম বলা হয়। তোমরা জানো এটা আমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম।

দিন-প্রতিদিন বাবা নতুন-নতুন পয়েন্টস বোঝাতেই থাকেন। যতদিন জীবিত থাকবে শেষ দিন পর্যন্ত তোমাদের পঠন-পাঠন করতে হবে। পয়েন্টস বেরোতে থাকবে এবং এড হতেই থাকবে। জ্ঞান যজ্ঞও শেষ পর্যন্ত চলবে। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করা হয়, মাটির শালগ্রাম তৈরি করে তার পুজা করে। আত্মার পূজা করা হয়। তোমরা আত্মারাই ভারতকে মুকুটধারী করে তুলেছ, সুতরাং আত্মাদের পূজা করে থাকে। পরমপিতা পরমাত্মা বাবার সাথে তোমরাও সার্ভিস করছ সেইজন্যই শিবলিঙ্গের সাথে শালিগ্রামও তৈরি করে। সুতরাং প্রধান বিষয় হলো প্রথম-প্রথম বাবার পরিচয় দিতে হবে। শিববাবা জন্ম নিয়েছেন কিন্তু মায়ের গর্ভে থোড়াই জন্ম নেন। তিনি হলেনই নিরাকার।

যেমন কেউ শরীর ত্যাগ করে তারপর তার আত্মাকে ডাকা হয় - শ্রাদ্ধ খাওয়ার জন্য। আত্মাকে খাওয়ায় তাইনা। আত্মাই স্বাদ গ্রহণ করে । তেঁতো, মিষ্টি, দুঃখ-সুখ সবই আত্মার দ্বারা অনুভূত হয়। আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে। আত্মার সুখ-দুঃখ তখনই অনুভব হয় যখন তার শরীর থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন সাজা কিভাবে হয়। সূক্ষ্ম শরীরে নয়, স্থূল শরীর যখন ধারণ করো তখন সাজা দেন। গর্ভজেলে সাজা ভোগ করে থাকে। ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকে। ব্যস্, আমাকে বাইরে বের করো। গর্ভ মহলের দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। বাইরে বের হতে চায়না, এটা হলো তার উদাহরণ । সত্যযুগে গর্ভও মহল হয়ে যায়। ওখানে কোনো পাপ হয়না।

এখন তোমরা জানো পতিত কিভাবে হয়েছো। বলাও হয় যে অজামিলের মতো পতিত। অনেক পাপ করে। পাবন অর্থাৎ নির্বিকারী। মূল বিষয়ই হলো বিকারের আর সেইজন্যই পাবন হওয়ার জন্য সন্ন্যাসীরা ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায় তখন তাদের বলা হয় মহাত্মা। মনুষ্য সবাই পতিত সেইজন্যই গাইতে থাকে পতিত-পাবন সীতারাম, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম.... রাজা রাম তো শিববাবাকে বলা হবে না। রাম পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয়। রাজা রাম নয়। আমি তো রাজা-মহারাজা হইনা। শ্রী লক্ষ্মী মহারানী, নারায়ণ মহারাজা তোমরা হও, আমি হইনা। আমি তো নিরাকার পুনর্জন্ম রহিত। শরীরধারী যারা আছে তারা সবাই পুনর্জন্ম নিতে থাকে। বাবা বলেন আমি হলাম নিরাকার। আমাকেও প্রকৃতির আধার নিতে হয়। আমি গর্ভে প্রবেশ করিনা, আমি এনার (ব্রহ্মা) মধ্যে প্রবেশ করি। ইনি নিজের জন্ম সম্পর্কে জানেন না।

বাবা বসে বোঝান তোমরাই দেবী-দেবতা ছিলে, তারপর শুদ্র হয়েছ, এখন তোমরাই ব্রাহ্মণ হয়েছ। আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলি, তোমরা নিজেদের জন্ম সম্পর্কে জানো না। যারা ব্রাহ্মণ হবে তারাই এসে বুঝবে। বাবা বুঝিয়ে বলেন এইভাবে তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছ। বলাও হয় ২১ প্রজন্মের বর্সা। অসীম জগতের বাবা, অসীমিত সুখের বর্সা দেবেন তাইনা। লৌকিক বাবার কাছ থেকে তো অল্প সময়ের জন্য সুখ পাওয়া যায়। অমরলোকে আদি-মধ্য-অন্ত পুরোটাই সুখ। এখানে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ ভোগ করতে হয়। তোমরা পার্বতীদের অমরনাথ শিববাবা অমরকথা শোনান। সত্য নারায়ণের কথাও তিনি শোনান। এ হলো জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দেওয়ার কথা। ভারতবাসী সদা সুখী ছিল, পবিত্র ছিল। সেখানে পবিত্রতা, হেল্থ, ওয়েল্থ ছিল। কখনও কেউ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ত না। তার নামই হলো স্বর্গ। ভারত প্রাচীন স্বর্গ ছিল আর কোনো ধর্ম খন্ড ইত্যাদি সেখানে ছিল না। বৃক্ষের কান্ড তো থাকবে না ! কান্ডে কারা থাকতো? অবশ্যই দেবী-দেবতাদের চিত্র আছে। সেটাই হলো ফাউন্ডেশন। কিন্তু নিজেদের দেবী-দেবতা ধর্মের বলতে পারে না। এখন তাদেরই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমরাও সত্যযুগে, রাধা-কৃষ্ণের মতো যুগল হতে পারো। তোমরা এসো তাহলে তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করব - কিভাবে তোমরা প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গের প্রিন্স হতে পারো। এই সময় সবাই পতিত, যে কেউ-ই যুক্তি দিয়ে এটা লিখতে পারো। বলা হয় সব ধর্ম মিলে এক হয়ে যাক কিন্তু কিভাবে সেটা হতে পারে? সত্যযুগে তো একটাই ধর্ম ছিল, এক মত, এক ভাষা ছিল। সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। ওরা বিশ্বের মালিক ছিল, আর কোনো ধর্ম ছিল না।

কিভাবে তারা হয়েছিল, এরপর অন্যান্য ধর্ম কিভাবে এসেছে – এসব নিয়ে কেউ তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করত না। যখন অন্য ধর্মের আত্মারা উপর থেকে নেমে এসে সম্পূর্ণ রূপে পতিত হয়ে যায় তখনই পতিত-পাবন বাবা আসেন । প্রথমে ধর্ম স্থাপক স্বয়ং উপর থেকে আসে এরপর সবাইকে আহ্বান করে বলে, এসো। তাকেও সতোঃ, রজোঃ এবং তমোঃ-র মধ্যে আসতেই হবে। যেই আসুক না কেন প্রত্যেককেই সতোঃ, রজোঃ এবং শেষে তমোপ্রধান হতেই হবে। কিন্তু এখন তোমরা পতিত থেকে পাবন হচ্ছো। সবাই আহ্বান করে বলে - গডফাদার এসো, এসে আমাদের হেভনে নিয়ে যাও। ওরা হেভনকে কেউ মুক্তি, কেউ জীবনমুক্তি বলে মনে করে। তোমরা জানো হেভন জীবনমুক্তিকে বলা হয়। তোমাদের স্যাপলিং লাগানো হচ্ছে। ওরা জঙ্গলে কাঁটার স্যাপলিং লাগায়। রাত-দিনের পার্থক্য। তারও উৎসব পালন করে থাকে। বনোৎসব (বনমহোৎসব), বৃক্ষ লাগানোর উৎসব পালন করে। তোমরা দৈবী ধর্ম স্থাপনা অর্থাৎ ভারতকে স্বর্গ করে তোলার জন্য প্রতিদিন উৎসব পালন করে থাকো। প্রতিদিন মনুষ্য থেকে দেবতা করে তোলার জন্য পুরুষার্থ করছো তোমরা। কাঁটা থেকে ফুল বানানো - এটাই তোমাদের প্রতিদিনের উৎসব । বাগানের মালিক এর জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন।

বাচ্চারা গীত শুনেছে - হে প্রাণী নিজের হৃদয় দর্পণে দেখো - তোমরা স্বর্গের দেবী-দেবতা হওয়ার বা লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছো? কোনো অবগুণ নেই তো? যদিও ঝড় ঝঞ্ঝা অনেক আসবে। মায়া কাউকে ছাড়ে না। বড়-বড় দীপককেও নিভিয়ে দেয়। উল্টো-পাল্টা সঙ্কল্প তীব্র আক্রমণ করবে। মজবুত হতে হবে। এতে মুষড়ে পড়ার ব্যাপার নেই। বাবার সাথে যোগ ছিন্ন করা উচিত নয়। সবার মাঝি হলেন ঐ বাবা। বিষয় বৈতরণীর বড় খাড়ি, যা তোমাদের যোগবলের দ্বারা পার করতে হবে। বিষয় সাগর পার করে তোমরা ক্ষীরসাগরে চলে যাবে। বিষ্ণুর রাজ্য ক্ষীরসাগরে অর্থাৎ যেখানে ঘি-এর নদী বয়ে চলে। এখানে তো কেরোসিন আর রক্তের নদী প্রবাহিত হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবার শ্রীমতের দ্বারা আমরা শিবালয়ে যেতে চলেছি, যেখানে আমরা সবসময় সুখী থাকবো। তোমরা সবসময় সুখী ছিলে, মায়া তোমাদেরকে দুঃখী করেছে। গৃহস্থ ব্যবহারকে অধার্মিক বানিয়ে দিয়েছে। ওখানে গৃহস্থ ব্যবহারও ধার্মিক। এখন বাবা তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী গৃহস্থ ধর্ম সম্পন্ন করে তুলছেন। প্রথমেই মূল বিষয় হলো বাবার পরিচয়। তোমরা বাবার হলে স্বর্গের মালিক হতে পারো। এখানে তো দুঃখধাম। তোমরা স্বর্গে যাও ভায়া মুক্তিধাম হয়ে, সেইজন্যই শিবপুরী, বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। স্মরণ করতে করতে অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। এটা স্মরণে রেখো যে - আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর আমরা কাল এসে রাজত্ব করবো, হৃদয় দর্পণে নিজের চেহারা দেখতে থাকো, কোনো অবগুণ তো নেই আমার মধ্যে? আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যোগবলের দ্বারা বিষয় বৈতরণীর বড় খাড়ি পার করতে হবে। উল্টো সঙ্কল্পের দ্বারা মুষড়ে পড়া উচিত নয়। মজবুত হতে হবে।

২) পূজনীয় হওয়ার জন্য বাবার সাথে ভারতকে মুকুটধারী করে তোলার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- ট্রাস্টি হয়ে লৌকিক দায়িত্ব পালন করেও অক্লান্ত থাকা ডবল লাইট ভব

লৌকিক দায়িত্ব পালন করার সাথে সেবার দায়িত্বও পালন করা এতে ডবল লাভ প্রাপ্ত হয়। ডবল দায়িত্ব সুতরাং ডবল প্রাপ্তি। কিন্তু ডবল দায়িত্ব পালন করতে করতে ডবল লাইট হয়ে থাকার জন্য নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে দায়িত্বভার সামলালে ক্লান্তি অনুভব হবে না। যারা নিজেদের গৃহস্থ, নিজেদের প্রবৃত্তি বলে মনে করে তাদের দায়িত্ব পালন করতে বোঝা অনুভব হয়। নিজের যখন নয়-ই তাহলে আর বোঝা কিসের।

স্লোগানঃ- সবসময় জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থাকলে ভাগ্য রূপী ছায়া তোমাদের সাথে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;